৩ **স্বেচ্ছামূলক এলাকা :** বিবদমান পক্ষগুলির সম্মতিক্রমে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছে **আনীত সব মামলাই** স্বেচ্ছামূলক এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এইসব মামলা বিচারালয়ের সম্মুখে আনার পূর্বে বিবাদে লিপ্ত পক্ষগুলিকে চুক্তি ক'রে স্থির করতে হবে যে, বিচারালয়ের সিদ্ধান্তকে তারা মেনে নেবে।

৪ **আধা-আবশ্যিক এলাকা :** আধা-আবশ্যিক এলাকাভুক্ত বিষয়গুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়—[i] সনদের অন্তর্ভুক্ত **সব বিষয়** এবং বলবৎ হয়েছে এমন **সন্ধি বা চুক্তিপত্রের বিষয়সমূহ** এরূপ এলাকার অন্তর্ভুক্ত এবং [ii] বর্তমান সংবিধির সদস্যরা যে-কোনো সময় ঘোষণা করতে পারে যে, তারা বিশেষ চুক্তি ছাড়াই আইন-সংক্রান্ত বিবাদে বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত স্বীকার ক'রে নেবে। এই **বাধ্যবাধকতা** যারা স্বীকার ক'রে নেয়, আইন-সংক্রান্ত বিবাদে তাদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযুক্ত হবে। **'আইন-সংক্রান্ত বিবাদ'** বলতে বোঝায়—[a] সন্ধি বা চুক্তির ব্যাখ্যা, [b] আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন, [c] প্রমাণসাপেক্ষ আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা ভঙ্গের কোনো ব্যাপার এবং [d] আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা ভঙ্গের অপরাধে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি। কোনো একটি বিষয় বিচারালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত কি না, সে সম্পর্কে বিরোধ উপস্থিত হলে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দায়িত্ব আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের হাতে অর্পণ করা হয়েছে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলিকে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের 'আধা-আবশ্যিক এলাকাভুক্ত ক্ষমতা' বলে বর্ণনা করা হয়। কারণ, এইসব বিষয়ে **রাষ্ট্রসমূহের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি** না থাকলে বলপূর্বক কোনো রাষ্ট্রকে বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হতে বাধ্য করা যায় না। কিন্তু আইন-সংক্রান্ত বিবাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের রায় মেনে নিতে সম্মত হলে তখন তাকে **বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার 'ঐচ্ছিক অংশ'** ('optional clause') বলা হয়। নামে **'ঐচ্ছিক' হলেও প্রকৃতিগতভাবে তা 'আবশ্যিক'**। কারণ, বিচারালয়ের সম্মুখে উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কিত কোনো বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আনীত হলে সে বিষয়ে **বিচারালয়ের রায় বিবদমান পক্ষগুলি মেনে নিতে বাধ্য থাকে।**

৫ **পরামর্শদান এলাকা :** আন্তর্জাতিক বিচারালয় বিভিন্ন সংস্থার পরামর্শদাতা হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো ক্ষেত্রে আইনগত সমস্যা দেখা দিলে **সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ** এবং **অন্যান্য সংস্থা,** এমনকি **বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলিও** আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। তবে পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করার সময় বিচারালয়কে সনদের শর্তাবলি অনুসারে পরিচালিত হতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের **পরামর্শমূলক অভিমত গ্রহণ করার ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।**

মূল্যায়ন [Evaluation]

পরিশেষে বলা যায়, [১] 'ঠান্ডা লড়াই'-এর অবসান ঘটার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি বিশ্বরাজনীতি ও আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতিদের পক্ষে **স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করা অসম্ভব।** [২] তা ছাড়া, আন্তর্জাতিক আইন কিংবা ন্যায়নীতি-ভঙ্গকারী কোনো **বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি** বা তার কোনো **মিত্ররাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন** করতে নিরাপত্তা পরিষদ বা সাধারণ সভা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে নিজ সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে অক্ষম আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছে বিশেষ কিছু **আশা করা অর্থহীন।**

কর্মদপ্তর এবং মহাসচিব (Secretariat and the Secretary General)

নানা কারণে নিরাপত্তা রক্ষায় নিজ **দায়িত্ব পালনে অক্ষম** হয়ে পড়লে সেই কর্তব্য পালনের

ক'রে সাধারণ সভায় তাদের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করে।

মূল্যায়ন: অছিপরিষদ হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একমাত্র সংস্থা, যা শতকরা একশো ভাগ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পরিষদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে টোগোল্যান্ড, ক্যামেরুন, সোমালিল্যান্ড, টাঙ্গানিকা, রোয়ান্ডা বুরুন্ডি, মাইক্রোনেশিয়া, নামিবিয়া ও পালাউ-এর মতো অছি-অঞ্চলগুলি একের পর এক স্বাধীনতা লাভ করেছে। বর্তমানে কোনো অছি-অঞ্চলের অস্তিত্ব নেই। বলা বাহুল্য, কোনো অছি-অঞ্চলের অস্তিত্ব না থাকায় স্বাভাবিক কারণে অছিপরিষদ এবং সামগ্রিকভাবে অছি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৃষ্টি। কিন্তু ন্যায়বিচার এবং আইনের অনুশাসন ভিন্ন শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রচেষ্টা বালির ওপর বাঁধ নির্মাণ ছাড়া আর কিছুই নয়। **আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার** জন্য প্রয়োজন একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের। এই বিচারালয় নিরপেক্ষভাবে রায়দানের মাধ্যমে একদিকে যেমন বিশ্বশান্তি-বিঘ্নকারী যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রগুলিকে চিহ্নিত ক'রে দেয়, অপরদিকে তেমনই তাদের শাস্তি প্রদান ক'রে **ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত** করে। এইসব উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice)-এর প্রতিষ্ঠা।

গঠন [Structure]

আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের **'সংবিধি'** ('Statute') নামে **একটি পৃথক সংবিধান** রয়েছে। সংবিধির ৩নং ধারা অনুযায়ী **সর্বমোট ১৫ জন বিচারপতি** নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রগুলি বিচারপতিপদে নিয়োগের জন্য নাম সুপারিশ করতে পারলেও বিচারপতিরা নিজ নিজ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন না, অর্থাৎ তাঁরা **ব্যক্তি হিসেবেই নির্বাচিত হতে পারেন। সাধারণ সভা এবং নিরাপত্তা পরিষদে পৃথক পৃথকভাবে অনুষ্ঠিত ভোটে** যেসব প্রার্থী অধিক সংখ্যক ভোট পান, তাঁরা **বিচারপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।** বিচারপতি নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলি **'ভিটো' প্রয়োগ করতে পারে না।** একটি রাষ্ট্র থেকে একাধিক বিচারপতিকে নির্বাচন করা যায় না। বিচারপতিদের **উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী** এবং **নিজ নিজ দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারকপদে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন** কিংবা **'আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা স্বীকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় পরামর্শদাতা'** ('Juris-consults of recognised competence in international law') হতে হয়। বিচারপতিদের **সাধারণ কার্যকালের মেয়াদ হল ৯ বছর।** বিচারকার্যে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখার জন্য **প্রতি ৩ বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৫ জন বিচারপতিকে অবসর গ্রহণ** করতে হয়। অবশ্য কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাঁদের **পুনর্নির্বাচনের** ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। **কমপক্ষে ৯ জন** বিচারপতি উপস্থিত থাকলে **'কোরাম'** ('quorum') হয়, অর্থাৎ বিচারকার্য চলতে পারে। আন্তর্জাতিক বিচারালয় তার **সভাপতি ও সহসভাপতিকে ৩ বছরের** জন্য নির্বাচন করে।

এক্তিয়ার : ক্ষমতা ও কার্যাবলি [Jurisdiction : Powers and Functions]

সনদ-স্বাক্ষরকারী সব সদস্য-রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধির সদস্য বলে পরিগণিত হয়। জাতিপুঞ্জের সদস্য নয়, এমন কোনো রাষ্ট্র শর্তাধীনে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সংবিধির সদস্যপদ লাভ করতে পারে। **কেবল রাষ্ট্রসমূহ** আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছে **কোনো বিবাদের মীমাংসার জন্য** আসতে পারে। কোনো ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে হয় না। প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ **ব্রিয়ারলি** (Brierly)-কে অনুসরণ ক'রে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের **এক্তিয়ার বা কর্মপরিধিকে তিন ভাগে ভাগ** করা যায়, যথা—[১] **স্বেচ্ছামূলক এলাকা** বা এক্তিয়ার (Voluntary Jurisdiction); [২] **আধা-আবশ্যিক এলাকা** বা এক্তিয়ার (Quasi-compulsory Jurisdiction) ; এবং [৩] **পরামর্শদানমূলক এলাকা** বা এক্তিয়ার (Advisory Jurisdiction)।